(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-১)

৭ মার্চ জাতীয় দিবসে চসিকের আলোচনা সভায় মেয়র

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র রূপ দেয়

চট্টগ্রাম-০৭ মার্চ'২০২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ একটি শোষিত নির্যাতিত, অবদমিত ও নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে পরিনত করে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপ্ত করেছিলো। তাঁর এই আঠারো মিনিটের ভাষণে প্রতিটি শব্দ ও বাক্য একটি পরিকল্পিত জনযুদ্ধের নির্দেশনা। তাই এ ভাষণটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে আজ বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশী সমাদৃত। তিনি আরো বলেন, আমরা যারা রণাঙ্গনে ছিলাম এবং অস্ত্র হাতে হানাদার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি ছিলো আমাদের জন্য যুদ্ধজয়ের মন্ত্রনা। তিনি আজ সকালে থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবস পালনোপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, ৭৫'র ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর এই ভাষণটি নিষিদ্ধ ছিলো। এমনকি বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করাটাও কঠিন ছিলো। দীর্ঘ একুশ বছর বাংলাদেশ পাকিস্তানী ভাবধারায় পরিচালিত হওয়ায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিসর্জন দেয়া হয়েছিলো। তিনি ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে একটি কৌশলগত নির্দেশনা হিসেবে অভিহিত করে বলেন, অনেকেই এক সময় বলতেন ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি কেন ? এর উত্তর হল, বঙ্গবন্ধু একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি যদি ৭ মার্চ সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা করতেন তাহলে পাকিস্তানীরা তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতো এবং ৭ মার্চ রেসকোর্সে পাকিস্তানী বাহিনী বোমা হামলা চালিয়ে ও ঢাকা নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিনত করে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করতো। কৌশলী বঙ্গবন্ধু তা বুঝতে পেরে তিনি ভাষণে বাঙালিদের আশা-আঙ্ক্ষাকা ও স্বপ্নের কথা এমনভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ চান না, বাঙালির অধিকার চান এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর চান। তিনি তাঁর ভাষণে জনগণকে কোন ধরণের টেক্স দিতে নিষেধ করেছিলেন। সেনাবাহিনীর গুলিতে মানুষ হত্যার বিচার দাবী করেছিলেন। এছাড়া সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবী জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণটি শেষ করেছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, বাক্য উচ্চারণ করে। তাহলে আমারা বলতে পারি এই ভাষণে বাকিটা আর কিইবা থাকতে পারে।

মেয়র আরো বলেন, ভারতের মহাত্মা গান্ধি, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, আর্জেন্টিনার পেরন, কংঙ্গোর নক্রমা এবং আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং স-স জাতীকে মুক্তি দিতে সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তারপরও তাঁরা পরিপূর্ণ সফল ছিলেন না। একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন পূরণে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে পরিনত করে মহানায়কের আসনে অলংকৃত হন। তাঁকে ইতিহাস তৈরী করেনি, তিনি ইতিহাস তৈরী করেছেন। এ কারণে বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব। তিনি পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালির সংস্কৃতি, কৃষ্টি ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। বাঙালিকে আরবী হরফে বাংলা লিখাতে চেষ্টা করা হয়েছিলো। রবীন্দ্র নাথকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। কিন্তু বাঙালি তা মেনে নিতে পারেনি। আমি মনে করি শেক্সপিয়র, মিল্টন, আল্লামা ইকবাল ও ওমর খৈয়াম বিশ্ব

সম্পদ, তেমনি রবীন্দ্র নাথও। তাদের নিয়ে যুগে যুগে গবেষণা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তিনি জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, জয় বাংলা আওয়ামী লীগের স্লোগান নয়, ছাত্রলীগের নিউক্লিয়ার্স পন্থিদের স্লোগান। পরে এই স্লোগানটি বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন। এই স্লোগানের জনক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এ কারণে মহান মুক্তিযুদ্ধে জয় বাংলা স্লোগান ছিলো প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ স্পন্দন ও দেশপ্রেমের অর্কেস্ট্রা।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বারটি বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এই ভাষণ গভীর আবেগপূর্ণ ও উপলব্দিময়। তাই এই ভাষণ নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন আছে এবং শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন-পাঠ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। তিনি সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষকদের এই ভাষণ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে পঠন-পাঠন ও অধ্যয়ন চর্চা করার আহবান জানান।

আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, হাসান মুরাদ বিপ্লব, পুলক খাস্তগীর, চসিক ভারপ্রাপ্ত সচিব ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া, অতি. প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, কুলগাঁও সিটি কর্পোরেশন কলেজের অধ্যক্ষ আমিনুল হক খান, কর কর্মকর্তা মো. জসিম উদ্দিন চৌধুরী।

আলোচনা সভার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং আলোচনা সভা শেষে উদ্দীপনা মূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলের অধ্যক্ষ ও বাচিক শিল্পী কংকন দাশ। ৭ মার্চ পালনোপলক্ষে সকালে চসিক প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে দিবসটি যথাযথভাবে পালন করা হয়।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-২)

নগর পরিকল্পনাবিদ আলী আশরাফের মৃত্যুতে চসিক মেয়রের শোক প্রকাশ

চট্টগ্রাম-০৭ মার্চ'২০২১খ্রিঃ

সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, চট্টগ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী আশরাফের মৃত্যুতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, চট্টগ্রাম নগরীকে একটি পরিকল্পিত বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অবদানের কারনে তিনি আমাদের মাঝে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবেন। তিনি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনাসহ শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সববেদনা জ্ঞাপন করেন।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাত

আইটি খাতে বিনিয়োগের প্রত্যাশা মেয়রের

চট্টগ্রাম-০৭ মার্চ'২০২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেযর মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে সুইজ্যারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মিসেস নেথালি চুয়ার্ড **(H. E. Ms Nathali Chuard)** কর্পোরেশনের টাইগারপাস অফিসের মেয়র দপ্তরে আজ রোববার দুপুরে সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন। রাষ্ট্রদূত মেয়র দপ্তরে এসে পৌঁছালে সিটি মেয়র তাঁকে লাল গালিচা সংবর্ধনার পাশাপাশি ফুল দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। সাক্ষাতকালে মেয়র ও সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের মাঝে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। আলাপকালে মেয়র রাষ্ট্রদূতকে বলেন, প্রাচ্যের রাণী চট্টগ্রাম নগরীর ভূখন্ড বৈচিত্র্যপূর্ণ পাহাড়, নদী, সমুদ্র ও সমতলের মেলবন্ধনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই নগরীর রয়েছে অপার সম্ভাবনা। বে-টার্মিনাল, মাতারবাড়ি

গভীর সমুদ্র বন্দর, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র, চট্টগ্রাম বন্দর সম্প্রসারণ, কর্ণফুলী নদীতে ট্যানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, চট্টগ্রাম থেকে পর্যটন নগরী কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প, এবং মিরসরাইয়ে চলমান বঙ্গবন্ধু শিল্পাঞ্চল স্থাপনের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর চট্টগ্রামে শিল্পায়ন ও বহুমাত্রিক বিদেশি বিনিয়োগের উর্বর ভূমি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আশা জাগাচ্ছে স্বর্ণালী আগামীর। এই অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম শুধু আঞ্চলিক নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জংশন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মেয়র এ সময় রাষ্ট্রদূতের নিকট নাগরিক সেবার পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা খাতের সেবা কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরে বলেন, আমরা নগরবাসীর সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিতে ৬২টি স্কুল,২৩টি কলেজ,১১টি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট,স্বাস্থ্যখাতে ৫টি মাতৃসদন হাসপাতাল, মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউ, হোমিওপ্যাথিক কলেজসহ ৪১টি ওয়ার্ডে ৫১ টি আরবান প্রাইমারী হেলথ সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে নগরীর ৬০ লাখ অধিবাসীকে সেবা দিয়ে যাচ্ছি। যা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে দেশের অন্যান্য কর্পোরেশন থেকে অনন্য বৈশিষ্ঠ্যতার পাশাপাশি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি নগরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে যারা নিরলস ভাবে দিন-রাত কাজ করছেন সেই সেবকদের জন্যও আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান।

আলাপকালে সিটি মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে পর্যটন,স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিশেষভাবে আইটি খাতে সুইজারল্যান্ড সরকারের বিনিয়োগ প্রত্যাশা করেন। তিনি বলেন,বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ড বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র। চট্টগ্রাম নগরীর উন্নয়নে যেকোন ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আগামীতে জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে মেয়র আশা প্রকাশ করেন। তিনি স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ এর ১৩ মার্চ বাংলাদেশকে সুইজারল্যান্ডের স্বীকৃতির কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বলেন, আমরা এখন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। আমি আশাবাদী আমাদের এই উৎসবে আপনাদেরও পাশে পাবো।

বৈঠকে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মিসেস নেথালি চুয়ার্ড চট্টগ্রাম নগরীর প্রাকৃকি সৌন্দর্য অবলোকন করে এর ভুয়শী প্রশংসা করেন এবং পর্যটন খাতে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি সিটি মেয়রের কাছে নগরীর সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা, কর্পোরেশনের আয়ের উৎস ও ৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চান। মেয়র রাষ্ট্রদূতের আগ্রহের জবাবে বলেন,বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও)'র মাধ্যমে পরিচালিত হয় । তিনি নগরীর সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা প্রকল্প, চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষের অধীনে বাস্তবায়নাধীন ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি কর্পোরেশন নিজস্ব তহবিল থেকে একটি মাতৃসদন ও একটি জেনারেল হাসপাতাল ছাড়াও ৪১ টি ওয়ার্ডে ৫১টি আরবান প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টারের মাধ্যেমে নগরবাসীকে সেবা প্রদান করছে বলে জানান। মেয়র বলেন, কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের প্রধানতম উৎস গৃহকর ও ট্রেড লাইসেন্স । পাশাপাশি সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন হওয়ায় দেশের অপর ১২ টি কর্পোরেশনের ন্যায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনেও জাতীয় বাজেট থেকে বিভিন্ন প্রকল্প ও খাতে বরাদ্দ পেয়ে থাকে যা দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তিনি চট্টগ্রামের সিইপিজেডে চায়না, ব্রিটিশ ও ন্যাদারল্যান্ডের এবং আনোয়ারার কেইপিজেডে কোরিয়ান বিনিয়োগ রয়েছে বলে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রদূত সিটি মেয়রকে সুইজারল্যান্ড ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। আলোচানায় রাষ্ট্রদূত নেথালি চুয়ার্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও বিনিয়োগের নতুন এভিনিউ খুজে বের করে বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড এর বর্তমান বিনিয়োগ আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করা যাবে মর্মে আশা প্রকাশ করেন।

সাক্ষাতকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ভারপ্রাপ্ত সচিব ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো.নজরুল ইসলাম,প্রধান প্রকৌশলী লে.কর্নেল সোহেল আহমেদ, মেয়রের একান্ত সচিব মো. আবুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

নিবেদক

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতি. দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩